OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 26 - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্য-সার্বভৌম বিতর্কের গুরুত্ব

বর্ণালী শীল
Email ID: bsealrc1234@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Sri Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya, Gaudiya Vaishnavism, Sri Chaitanya, Charitamrita, Mayavada, Vedanta Sutra, Sat-Chit-Ananda, Abhidha, Brahman.

Abstract
In Gaudiya Vaishnava philosophy, the debate between Sri Chaitanya and Sarvabhauma Bhattacharya is an important historical and philosophical event. Through this debate, Sri Chaitanya opposed the Advaita doctrine of Mayavada and established the importance of Bhakti, or devotion. This discussion became a significant turning point in the development of Vaishnava thought. Sri Chaitanya explained that the real meaning of Vedanta should be understood in its direct and primary sense, known as Abhidha. According to him, the original teachings of the Vedanta Sutras were clear, but Shankaracharya's Mayavada interpretation covered their true meaning. He believed that the scriptures should be understood in a simple and proper way without changing their original message. He also rejected the idea that Brahman is without qualities or power. Instead, Sri Chaitanya described Brahman as Sat-Chit-Ananda, meaning eternal, full of knowledge, and full of bliss. He explained Brahman as a divine being with spiritual energies and personal existence. This view gave a more positive understanding of the Supreme Truth. Another important point of the debate was the relationship between the soul and Brahman. Sri Chaitanya denied their complete unity and said that they are different, though connected. The soul depends on God, while God remains the supreme controller. Sri Chaitanya accepted Shruti, or revealed scriptures, as the highest source of authority. He considered scriptural evidence stronger than ordinary logic or imagination. However, he also used reason to support the path of devotion. This debate shows a balance between knowledge and devotion, which is one of the main features of Gaudiya Vaishnava philosophy. Based on Krishnadas Kaviraj Goswami's Sri Chaitanya Charitamrita, this article discusses the religious and historical importance of this famous debate.

Discussion

উপক্রমণিকা : পূর্ব ভারতের ভক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। বঙ্গদেশে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী যে ভক্তিরসের সূচনা করেছিলেন, তাকে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জোয়ারে পরিণত করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। অন্যদিকে, পঞ্চাদশ শতাব্দীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক, তথা ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন 'কুতর্ককর্কশ আশয়ম্' সার্বভৌম ভট্টাচার্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা ব্যবহৃত বিশেষণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সার্বভৌম ভক্তিরসে সিক্ত ছিলেন না। অন্ততপক্ষে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন জ্ঞানমার্গের পথিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সার্বভৌমের তর্ক একটি মাইলফলক হিসাবে স্বীকৃত। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সার্বভৌমের তর্কটি সংঘটিত হয়েছিল নীলাচলে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে। এই তর্কে শ্রীচৈতন্য যুক্তিবাদী সার্বভৌমকে পরাস্ত করেছিলেন। এই তর্কটিকে সাধারণ তর্ক হিসাবে না দেখে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদের জয় হিসাবে দেখা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিখ্যাত বিতর্কটির ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হবে।

পূর্ববর্তী গবেষণা ও গবেষণা প্রশ্ন : শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের আলোচনাটিকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিতর্কটিকে নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখার সংখ্যা নিতান্ত কম। সাম্প্রতিককালেও এই বিষয়ে মুষ্টিমেয় কিছু আলোচনা আমাদের নজরে পড়েছে।[১] শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সার্বভৌমের যে তর্কটি হয়েছিল সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়টি প্রশ্ন উঠে আসে—

- শ্রীচৈতন্য কোন্ কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে পরাস্ত করেছিলেন?
- শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন?
- শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সার্বভৌমের বিতর্কটির বৈষ্ণব ধর্মে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে মূলত এই প্রশ্নগুলির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দার্শনিক বিতর্কের বয়ান : কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা লক্ষ করি যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত সূত্রের অদ্বৈতবাদী ভাষ্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (মতান্তরে, ঋষি বাদরায়ণ) এই বেদান্ত সূত্রের রচয়িতা বলে কথিত। বেদব্যাসের এই মূল সূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য।[২] শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাকে বলা হয় 'মায়াবাদী ভাষ্য'। ভাষ্যের কাজ মূল সূত্রের ব্যাখ্যা সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী ভাষ্যের দ্বারা বেদান্ত সূত্রের মূল অর্থকে পরিবর্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মতে, অদ্বৈতবাদীদের মায়াবাদী ভাষ্যমূল বেদান্তসূত্রের অর্থকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করছে না; বরং তাকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে। তাই শ্রীচৈতন্য বেদব্যাসের সূত্রকে সূর্যের কিরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে, মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী ভাষ্যকে।

সার্বভৌমের সঙ্গে বিতর্কের প্রথমেই শ্রীচৈতন্য যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করেন যে শব্দের তিনটি বৃত্তি হয়। যথা— অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা।[৩] শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ব্যাখ্যার সময় অভিধাকে গুরুত্ব দিতে হয়। লক্ষণা বলতে বোঝায়, অভিধার অর্থকে বাতিল করে তার সম্পর্কিত অর্থকে গ্রহণ করা। আর ব্যঞ্জনা হল নিগূঢ় অর্থ।[৪] এক্ষেত্রে বেদব্যাস তাঁর ব্রহ্মসূত্রে অভিধা অর্থাৎ মূল অর্থকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা ভুল।

এরপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট তিন ধরনের প্রমাণ ব্যাখ্যা করেন—

- দৃষ্টি প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ;
- অনুমান নির্ভর প্রমাণ;
- শ্রুতি প্রমাণ।

এগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান নির্ভর প্রমাণ শাস্ত্রীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু শ্রুতি প্রমাণকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। কারণ, তা ভাগবত বাক্য (যা ঋষিদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে) বলে গৃহীতব্য। শ্রুতিকে অভিধা অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে একটি উপমার সাহায্যে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—

"জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই— শঙ্খ গোময়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়।।"[৫]

সাধারণত অস্থি ও বিষ্ঠাকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু শ্রুতিতে শঙ্খ ও গোবর পবিত্র বলে বর্ণিত। শ্রুতিই এই বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ। বেদবাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সুতরাং, সনাতন ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ যথাযথভাবে বুঝতে হলে অভিধা অর্থকে গুরুত্ব দিতে হবে।

শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেন, বেদ পুরাণে ব্রহ্মের অর্থ নিরূপণ করা আছে। ব্রহ্ম শব্দটি এসেছে √বৃন্হ থেকে[৬]। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'ব্রহ্ম' শব্দের দু'রকম অর্থ হয়— যিনি নিজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং যিনি নিজে ও অন্যকে বড় করে তোলেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ ও শক্তিহীন। তাই শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেন, ব্রহ্ম যেহেতু নিজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও বড় করে তোলেন, তাই তাঁকে নির্গুণ ও শক্তিহীন বলা যুক্তিসংগত নয়। শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদী ভাষ্যে কেবল প্রথম অর্থটির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই সার্বভৌমের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্রহ্মের শক্তির যে বহিঃপ্রকাশ, তাকে বলা হয় ঐশ্বর্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ব্রহ্মের ছয় রকমের ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে। এদের একসঙ্গে বলা হয় ষড়ৈশ্বর্য। যথা— ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, শ্রী। কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মকে যেহেতু শক্তিহীন বলে মনে করেন, সেহেতু তাঁদের মতে ব্রহ্মের কোনো ঐশ্বর্যও নেই। শ্রীচৈতন্য ঐশ্বর্যরহিত ব্রহ্মের ধারণাকে অস্বীকার করেছেন।

কোনো কোনো শ্রুতি তথা উপনিষদে বলা হয়ে থাকে যে ব্রহ্ম 'নির্বিশেষ'। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, ব্রহ্মের প্রকৃত শরীর নেই। তাঁর শরীর অপ্রাকৃত, কারণ তিনি বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। তাই তাঁকে নির্বিশেষ বলা হয়ে থাকে। অপ্রাকৃত শরীর থাকার দরুন ব্রহ্মকে 'নিরাকার' বা 'অশরীরী' বলে আখ্যাত করা যুক্তিসংগত নয়।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের তথা জগতের যে তিনরকমের সম্পর্ক রয়েছে, শ্রীচৈতন্য তা যুক্তি সহকারে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট তুলে ধরেছিলেন—

- ব্রহ্ম থেকে জগতের সৃষ্টি (অপাদান কারক)
- ব্রহ্মের দ্বারাই জগতের অস্তিত্ব বজায় থাকে (করণ কারক)
- এই জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হবে (অধিকরণ কারক)

এই তিনটি সম্পর্ককে তিনরকম ব্যাকরণগত পরিভাষার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে— অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক।[৭] এই তিনটি কারকের সঙ্গে ব্রহ্মের তিনধরনের কাজের তুলনা করেছেন শ্রীচৈতন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে এই তিনটি কারকের ভূমিকা যে ভগবান পালন করেন, তা সার্বভৌম ভট্টাচার্য বুঝতে পারেননি। তাই সার্বভৌমের অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যর্থ বলে শ্রীচৈতন্য দাবি করেছেন।

ব্রহ্মের যে মন ও নয়ন আছে শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের নিকট তার প্রমাণ তুলে ধরেন। শাস্ত্র মতে, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ভগবান একা ছিলেন। তাই তাঁর মনে ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে, তিনি বহু হবেন। এখানে ভগবানের মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পরে তিনি প্রাকৃত শক্তির দিকে তাকালেন। এখানে তাঁর চোখের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ভগবানের মন ও নয়ন নশ্বর নয়— তা অবিনশ্বর। তাই ভগবানের মন ও চোখ অপ্রাকৃত। বিভিন্ন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'অপাণিপাদ'[৮] অথাৎ যাঁর হাত নেই এবং যাঁর পা নেই। তবে এর অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মের দেহগত অস্তিত্ব নেই। বরং এর অর্থ এই যে ব্রহ্মের 'প্রাকৃত' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। সুতরাং শ্রুতির মুখ্য অর্থ এই যে ব্রহ্ম সবিশেষ।

শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেন যে, ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি হল তিন প্রকার—

- অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ শক্তি
- বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া শক্তি
- তটস্থা শক্তি বা জীব শক্তি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর মধ্যে আবার ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়— সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। এরমধ্যে সৎ অংশের যে শক্তি তার নাম সন্ধিনী শক্তি; এটি অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। চিৎ অংশের যে শক্তি তার নাম সংবিত শক্তি এটি জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। এই শক্তির দ্বারা ভগবান নিজে জানেন এবং অন্যকে জানান। আনন্দাংশের যে শক্তি, তার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং অন্যকেও আনন্দ দান করেন। হ্লাদিনীর সার হল প্রেম, প্রেমের সার মাদনাখ্য মহাভাব। এই মাদনাখ্য মহাভাবের মূর্ত রূপ হলেন শ্রীরাধিকা। এই তিনটি শক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি প্রকাশ করে। শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য এই অন্তরঙ্গা শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ব্রহ্মকে অদ্বৈতবাদীরা শক্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মকে জীবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যুক্তি দেখিয়েছেন, জীব হল মায়াশক্তির বশবর্তী। পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম মায়াশক্তির বশবর্তী নন; তিনি মায়াধীশ। সুতরাং, মায়াবশ জীব ও মায়াধীশ ব্রহ্ম ভক্তিবাদীদের মতে অভিন্ন হতে পারেন না।

অদ্বৈতবাদীরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলেছেন। সুবিখ্যাত 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' শ্লোকে শঙ্করাচার্য 'ব্রহ্ম' শব্দে নির্গুণ ব্রহ্মকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তাঁর মতে, মায়ার বশে জীব অনেক সময় ভুল দেখে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহও ঠিক তেমনই— মায়ার ভেলকি। তাই শঙ্করাচার্য সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে শ্রীবিষ্ণুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শঙ্করাচার্যের এই ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্য স্বীকার করেননি। শ্রীচৈতন্যের মতে, শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার, তা অপ্রাকৃত। ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা পাপ।

শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জানান যে, সরাসরি বেদকে অস্বীকার করার চেয়েও ক্ষতিকর হল বাহ্যত বেদ-নির্ভর নাস্তিক্য। ভারতে বেদ-বিরোধী ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান ঘটেছিল। দার্শনিকভাবে বেদ বিরোধীদের 'নাস্তিক' বলা হয়।[৮] সেই অর্থে বৌদ্ধরা নাস্তিক। কিন্তু শঙ্করাচার্য যে নাস্তিকতা প্রচার করছেন তা বৌদ্ধদের চাইতেও অধিক বেদ-বিরোধী। কারণ, সনাতন ধর্মের একজন সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ বর্ণিত সাকার ব্রহ্মকে স্বীকার করেন না।

ব্যাসদেব তাঁর ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদকে স্বীকার ও সমর্থন করেছিলেন। পরিণামবাদ মানে ঈশ্বর নিজেকে জগতে পরিণত করেছেন। কিন্তু অচিন্ত্য শক্তির ফলে ঈশ্বর জগতে পরিণত হয়েও তিনি নিজেকে অবিকৃত রাখতে সমর্থ। শঙ্করাচার্য বেদব্যাসকে ভ্রান্ত বলে তিনি নিজের কল্পনায় বিবর্তবাদকে স্থাপন করেছিলেন। কারণ শঙ্করাচার্যের মতে জীব সত্য, জগৎ মিথ্যা। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের মতে, জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তবে জগৎ নশ্বরমাত্র। কারণ, তা প্রাকৃত উপাদানে তৈরি। তাই জগৎ লয়প্রাপ্ত হতে পারে।

মহাবাক্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেন যে, মহাবাক্য হল 'প্রণব' বা ওঙ্কার ধ্বনি। মনে করা হয় যে, চারটি বেদের সারাংশ বীজ আকারে প্রণবের মধ্যে নিহিত আছে। অন্যদিকে সার্বভৌমের মতে, মহাবাক্য হল 'তত্ত্বমসি'। বস্তুত 'তত্ত্বমসি' একটি প্রাদেশিক বাক্য। এর মধ্যে চার প্রকারের বেদের সারাংশ বীজ আকারে নিহিত নেই। এছাড়াও শ্রীচৈতন্য 'তত্ত্বমসি' বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করে বলেন যে 'তত্ত্বমসি' মানে 'তস্য + ত্বম্ + অসি' (তাহার + তুমি + হও) অর্থাৎ জীব হল ব্রহ্মের দাস। কিন্তু শঙ্করাচার্য জীবকে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম এক। তাই শ্রীচৈতন্যের মতে শঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রের যে মায়াবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা শাস্ত্রসম্মত নয়।

উপসংহার - জীবের অভীষ্ট সাধ্যবস্তু লাভ করার চারটে উপায় আছে। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ। এই চারটি মার্গের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ভক্তিমার্গটিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য-সার্বভৌম বিতর্ক থেকে দেখা যায় যে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে একটি সমন্বয়মূলক যোগাযোগ রয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্য ভক্তিমার্গকে গুরুত্ব দিলেও তিনি যুক্তির পথ পরিত্যাগ করেননি। তিনি এই বিতর্কে ভক্তিমূলক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিকেও তুলে ধরেছেন সমানভাবে। তাই এই বিতর্কে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের মধ্যেই ভারসাম্য লক্ষ করা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 30
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. Swami, Radhanath (2015): *Radhanath Swami on Sarvabhauma Bhattacharya and Lord Caitanya Mahaprabhu*, https://www.radhanathswami.net/yearwise/1996/radhanath-swami-on-sarvabhauma-bhattacharya-and-lord-caitanya-mahaprabhu/

Chattopadhyay, S. S. K. P. (2024). *The Caitanya-Sārvabhauma Debate : A Critical Interplay between Intellectualism and Devotion.* Pratyabhijñā, XI (2), 172–179. https://doi.org/10.5281/zenodo.15580661. Accessed: 13th April, 2026

২. বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.): *ব্রহ্মসূত্র,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪

৩. চৌধুরী, জামিল : *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান,* বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৮১, ১০২১, ১১৯৪

৪. চক্রবর্তী, শ্যামাপদ : *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা,* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ. ২৩৯-২৪১

৫. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস : *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,* গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, প্রথম সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ২১৮, শ্লোকসংখ্যা-২।৬।১২৭

৬. Williams, Monier, *English-Sanskrit Dictionary*, Bhartiya Granth Niketan, 2006, https://ashtadhyayi.com/kosha?search=brahma, Accessed : 22nd November, 2025

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৮৮-২৯২, ২৯৩-২৯৫, ৩০০-৩০২

৮. নাথ, রাধাগোবিন্দ : *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,* সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১৮১

৯. Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*, Vol. 3, Oxford University Press, p. 711